কুষ্টিয়ায় এক্সিলেন্ট ওয়ার্ল্ড এগ্রোফুডকে ২ লাখ টাকা জরিমানা

কুষ্টিয়ায় মিথ্যা বিজ্ঞাপন, অসত্য বক্তব্য, সভা, সেমিনার ইত্যাদি করে সাধারণ মানুষ কে আকৃষ্ট ও প্রতারণার মাধ্যমে লাখ লাখ টাকা হাতিয়ে নেওয়ার অভিযোগে এক্সিলেন্ট ওয়ার্ল্ড এগ্রোফুড এন্ড কসমেটিক লিঃ কে দুই লাখ টাকা জরিমানা আদায় করেছে ভ্রাম্যমাণ আদালত।

বুধবার বিকেলে গোপন সংবাদের ভিত্তিতে শহরের পুলিশ লাইনের সামনে এ অভিযান চালানো হয়।

অভিযান পরিচালনা করেন কুষ্টিয়া জেলা প্রশাসনের নির্বাহী মাজিস্ট্রেট ও সহকারী কমিশনার সবুজ হাসান।

তিনি জানান, দীর্ঘদিন ধরে শহরের পুলিশ লাইনের সামনে সাফিনা টাওয়ারের একটি ফ্ল্যাটে এক্সিলেন্ট ওয়ার্ল্ড এগ্রোফুড এন্ড কসমেটিক লিঃ নামে একটি প্রতারক চক্র মিথ্যা বিজ্ঞাপন, অসত্য বক্তব্য, সভা, সেমিনার ইত্যাদি করে সাধারণ মানুষ কে আকৃষ্ট ও প্রতারণার মাধ্যমে লাখ লাখ টাকা হাতিয়ে নিচ্ছিলো।

এমন সংবাদের ভিত্তিতে বুধবার বিকেলে অভিযান চালিয়ে কোম্পানির জেনারেল ম্যানেজার তারিক উদ্দিন আহম্মেদ, জাকির হোসেন, সোহাগুর রহমান, তুহিন চৌধুরী ও আবু চাঁদকে আটক করা হয়।

পরে তারা দোষ স্বীকার করলে ভোক্তা অধিকার সংরক্ষণ আইন, ২০০৯ এর ৪৪ ধারায় ২ লক্ষ টাকা অর্থদণ্ডের শাস্তি প্রদান করা হয়৷

অভিযানে জেলা মাদক নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তরের সহকারী পরিচালক শিরিন আক্তার সহ আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর সদস্যরা উপস্থিত ছিলেন।

কুষ্টিয়ায় ভুল চিকিৎসায় প্রসূতির মৃত্যুর অভিযোগ

কুষ্টিয়া শহরের একটি বেসরকারী ক্লিনিকে ভুল চিকিৎসায় শাপলা খাতুন নামে এক প্রসূতির মৃত্যুর অভিযোগ উঠেছে।

আজ বুধবার (২ সেপ্টেম্বর) সকাল ৯টার দিকে কুষ্টিয়া শহরের কাষ্টম মোড়স্থ শাপলা ক্লিনিকে এ ঘটনা ঘটে। এ ঘটনায় রোগির স্বজন ও এলাকাবাসি ক্লিনিক ঘেরাও করে বিক্ষোভ শুরু করলে পুলিশ গিয়ে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনে।

কুমারখালী উপজেলার সোন্দা গ্রামের জুলের সন্তানসম্ভাবা স্ত্রী শাপলা খাতুনকে ওই ক্লিনিকে ভর্তি করা হয় মঙ্গলবার রাতে। পরে ওই রাতেই তার সিজারিয়ান অপারেশন হয়। ক্লিনিক কর্তৃপক্ষের চাহিদা মত রোগির স্বজনরা রোগির জন্য রক্ত এনে দেন।

তবে রোগীর স্বজনদের অভিযোগ, তাদের সরবরাহ রক্ত না দিয়ে ক্লিনিকের লোকজন ভুল গ্রুপের রক্ত পুশ করে রোগীর শরীরে। এতে রোগির অবস্থার অবনতি হয়। পরে সকালে তিনি মারা যান। এ ঘটনায় রোগির স্বজন ও এলাকাবাসি ক্লিনিকে বিক্ষোভ দেখায়। পরে পুলিশ এসে ব্যবস্থা গ্রহণের আশ্ব্স দিলে পরিস্থিতি স্বাভাবিক হয়।

কুষ্টিয়ায় বিষমুক্ত সবজির হাট

কুষ্টিয়া শহরে প্রথমবারের মতো চালু হয়েছে রাসায়নিক সার ও বিষমুক্ত অর্গানিক সবজির বাজার ‘কৃষকের হাট’।

শহরের প্রাণকেন্দ্র পাবলিক লাইব্রেরি মাঠ প্রাঙ্গণে প্রতি শুক্র ও শনিবার সকাল ৭টা হতে ১টা পর্যন্ত রাসায়নিকমুক্ত কৃষকের উৎপাদিত পণ্য সরাসরি ভোক্তার নিকট বিক্রির জন্য বসবে এই হাট। যেখানে কৃষক পর্যায়ে উৎপাদিত সবজি বিক্রি করা হবে।

মঙ্গলবার (১ সেপ্টেম্বর) এই হাটের উদ্বোধন করেন জেলা প্রশাসক

মোঃ আসলাম হোসেন।

কৃষি মন্ত্রণালয়ের অধীনস্থ কৃষি সম্প্রসারণ অধিদফতর, কৃষি বিপণন অধিদফতর ও বাংলাদেশ কৃষি উন্নয়ন কর্পোরেশন এই হাটের সার্বিক তত্ত্বাবধানে বসবে এই হাট।

উদ্বোধন শেষে জেলা প্রশাসক আসলাম হোসেন বলেন, ‘অর্গানিক ফসলের দাম একটু বেশিই হয়ে থাকে। তাই নিরাপদ খাদ্যের দাম বেশি হলেও চাহিদাও বাড়ে। এখানে যে সবজি আনা হয়েছে তাতে কোনো কেমিক্যাল নেই, তারা রাসায়নিক সার ব্যবহার করেনি।’

তিনি বলেন, প্রান্তিক কৃষকের উৎপাদিত নিরাপদ সবজি নিয়ে ও কৃষকের হাটের শহরের মানুষগুলোর জন্য টাটকা ও বিশুদ্ধতা সবজি পেতে সহায়ক ভুমিকা পালন করবে। এছাড়াও কৃষক তার উৎপাদিত পণ্যের ন্যায্য মূল্য পাবেন।

নিরাপদ খাদ্যের জন্য সচেতনতার বেশি প্রয়োজন উল্লেখ করে জেলা প্রশাসক আরও বলেন, ‘কৃষির উন্নয়নের ওপর নির্ভর করে শিল্পের উন্নয়ন হয়। কৃষিজাত পণ্যের প্রক্রিয়াজাতের শিল্প প্রতিষ্ঠান স্থাপনের মাধ্যমে কর্মসংস্থানসহ এই শিল্পটি প্রসারিত হবে। এবছর এই হাটে ভোক্তাদের যে সাড়া পড়েছে আগামীতে আরও বড় পরিসরে এই হাটের আয়োজন করা হবে।

কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তরের উপ-পরিচালক কৃষিবিদ শ্যামল কুমার বিশ্বাসের সভাপতিত্বে এসময় উপস্থিত ছিলেন অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক (সার্বিক) লুৎফুন নাহার, উপজেলা পরিষদের চেয়ারম্যান আতাউর রহমান আতা ও উপজেলা নির্বাহী অফিসার (ইউএনও) জুবায়ের হোসেন চৌধুরীসহ সংশ্লিষ্টরা উপস্থিত ছিলেন।

কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তরের উপ-পরিচালক কৃষিবিদ শ্যামল কুমার বিশ্বাস বলেন, ‘পণ্যের ন্যায্য মূল্য পাওয়া কৃষকের অধিকার। সরকার কৃষকের উৎপাদিত পণ্যের ন্যায্য মূল্য নিশ্চিত করতে বিভিন্ন পদক্ষেপ গ্রহণ করছে। নিরাপদ খাদ্য উৎপাদনের উদ্যোগ নিয়ে এটি আধুনিক কৃষির পথচলার শুরু হলো। এ ধারা অব্যাহত রাখা হবে বলেও জানান তিনি।

কুমারখালীতে আধিপত্য বিস্তারকে কেন্দ্র করে সংঘর্ষ, আহত ২০

কুষ্টিয়ার কুমারখালীর চাঁদপুর ইউনিয়নের ধলনগরে আধিপত্য বিস্তারকে কেন্দ্র করে দুই পক্ষের সংঘর্ষে অন্ততঃ ২০জন আহত হয়েছে। ভাংচুর করা হয়েছে কমপক্ষে ২০টি বাড়ি। মঙ্গলবার সকালে এই সংঘর্ষের ঘটনা ঘটে।

স্থানীয়দের সাথে কথা বলে জানা যায়, ধলনগর গ্রামের রবি মালিথা ও আফজাল মেম্বর গ্রুপের মধ্যে দীর্ঘদিন ধরে এলাকায় আধিপত্য বিস্তারকে কেন্দ্র করে সংঘর্ষ চলে আসছে। এর সূত্র ধরে দুইপক্ষের লোকজন দেশীয় অস্ত্র নিয়ে সংঘর্ষে জড়িয়ে পড়ে। এতে আফজাল মেম্বর গ্রুপের নারীসহ অন্ততঃ ২০ জন আহত হয়। এসময় প্রায় ২০টি বাড়িতে হামলা চালিয়ে ভাংচুর ও লুটপাট চালানো হয়।

এলাকাবাসীর অভিযোগ রবি মালিথার নেতৃত্বে উজ্জলসহ ১৫ থেকে ২০ জন দীর্ঘদিন ধরে এলাকায় জমিদখল, চাঁদাবাজি ও মাদক ব্যবসাসহ নানারকম অপকর্মে লিপ্ত । আফজাল মেম্বরসহ এলাকাবাসী প্রতিবাদ করায় বেশ কয়েকবার তাদের সাথে সংঘর্ষের ঘটনা ঘটে।

কুমারখালী থানার ওসি মামুনুর রশিদ (ভারপ্রাপ্ত) জানান, আধিপত্য বিস্তারকে কেন্দ্র করে মূলত দুইপক্ষের সংঘর্ষের ঘটনা ঘটেছে। এলাকায় অতিরিক্ত পুলিশ মোতায়েন করা হয়েছে। পরিস্থিতি এখন নিয়ন্ত্রণে।

পারিবারিক পুষ্টি বাগান

স্থাপনে লাভবান হচ্ছে মিরপুরের কৃষকরা

কুষ্টিয়ার মিরপুর উপজেলায় বসতবাড়ির আঙ্গিনায় লাল শাক, পুঁইশাক, কলমি, বেগুন, ঢেড়শ ও করলা, মিষ্টি কুমড়াসহ বিভিন্ন সবজি শোভা পাচ্ছে। সবজিগুলো পরিবারের পুষ্টি চাহিদা মেটানোর পাশাপাশি স্থানীয় বাজারে আবার বিক্রি করে অর্থও উপার্জন করছেন কৃষকেরা। একজনের দেখাদেখি অনেক কৃষকই পারিবারিক পুষ্টি বাগান স্থাপনে আগ্রহী উঠছেন। উপজেলায় ৪১৬টি পরিবার বসতবাড়ির আঙ্গিনায় পুষ্টি বাগান স্থাপন করে লাভবান হয়েছে।

মিরপুর উপজেলা কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর সুত্রে জানা যায়, করোনা পরবর্তী সময়ে খাদ্য সঙ্কট মোকাবিলায় মিরপুর উপজেলার ১৩টি ইউনিয়নের ক্ষুদ্র ও প্রান্তিক কৃষকের বসতবাড়ির আঙ্গিনায় ৪১৬টি পারিবারিক পুষ্টি বাগান স্থাপন করা হয়েছে।

উপজেলার বারুইপাড়া ইউনিয়নের মশান গ্রামের কৃষক জামাল উদ্দিনের পুষ্টি বাগানে গিয়ে দেখা যায় তিনি বাগান পরিচর্যায় ব্যস্ত সময় কাটাচ্ছেন। তার বাগানে প্রথম দফায় লাল শাক, পুঁইশাক, গৃমা কলমি, বেগুন ও করলার বীজ রোপন করেছেন। ইতিমধ্যেই তিনি লাল শাক ও পুঁইশাক বাগান থেকে তুলে পরিবারের চাহিদা মেটানোর পাশাপাশি তা বিক্রি করে অর্থও উপার্জন করছেন।

কৃষক জামাল উদ্দিন জানান, গত তিন মাস আগে তার বাড়ির আঙ্গিনায় পুষ্টি বাগান স্থাপনের জন্য বাঁশের বেড়া, সার ও শ্রমিক খরচ বাবদ ১ হাজার ৯৩৫ টাকা এবং বছর ব্যাপি আবাদের জন্য ১২ ধরনের শাক সবজির বীজ প্রদান করেছে কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর। তারা নিয়মিত খোঁজ খবর রাখছেন এবং বিভিন্ন ধরনের সহযোগিতাও করেছেন। শাকসবজি আবাদ করে পরিবারের চাহিদা মিটিয়ে এবং কিছুটা বিক্রি করে আর্থিকভাবেও লাভবান হয়েছি।

মিরপুর উপজেলা কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তরের উপসহকারী কৃষি কর্মকর্তা মাহিরুল ইসলাম ও জান্নাতুল ফেরদৌস জানান, কৃষক মাত্র এক শতাংশ জমিতেই ১৪টির মতো শাকসবজি আবাদ করতে পারবেন। একটির পর একটি ফসল উঠে থাকে। এতে পরিবারের চাহিদা পুরন হওয়ার পাশাপাশি বেশি উৎপাদন হলে কিছু বিক্রি করে অর্থ উপার্জনও করে স্বচ্ছলতা

আনতে পারে।

মিরপুর উপজেলা পরিষদের চেয়ারম্যান কামারুল আরেফীন বলেন, প্রধানমন্ত্রীর নির্দেশনা অনুসরণ করে দেশের এক ইঞ্চি জমিও অনাবাদি রাখতে চায় না কৃষি মন্ত্রণালয়। তাই বাড়ির পাশের খালি জায়গাগুলোতে ফসল উৎপাদন করতে নানা উদ্যোগ নেয়া হয়েছে। এছাড়া শহরের বাসাবাড়ির ছাদেও বিভিন্ন শাকসবজি উৎপাদনে উৎসাহিত করা হচ্ছে।

মিরপুর উপজেলা কৃষি কর্মকর্তা রমেশ চন্দ্র ঘোষ জানান, করোনা পরবর্তী সময়ে খাদ্য সঙ্কট মোকাবিলায় পারিবারিক কৃষিকে গুরুত্ব দিয়েছে সরকার। এজন্য বসতবাড়ির আঙ্গিনা থেকে শুরু করে বাসাবাড়ির ছাদেও নানা ধরনের শাকসবজি উৎপাদনের উদ্যোগ নেয়া হয়েছে। এতে উৎপাদিত পণ্যে পরিবারের চাহিদা মেটানোর পাশাপাশি অতিরিক্ত হলে তা বিক্রি করে অর্থও উপার্জন করা যাবে।

মিরপুর উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা (ইউএনও) লিংকন বিশ্বাস জানান, এই উপজেলার ১৪?৩টি ইউনিয়নে ৪১৬টি পারিবারিক পুষ্টি বাগান স্থাপন করা হয়েছে। ইতিমধ্যেই কৃষক সুফল পেতে শুরু করেছে।

কুমারখালীতে মাস্ক ব্যবহার বাধ্যতামূলক করতে মোবাইল কোর্ট অব্যাহত

কুষ্টিয়ার কুমারখালীর শহর ও শহরতলী, ব্যবসা প্রতিষ্ঠান এবং বিভিন্ন সরকারি দপ্তরে আবশ্যিক মাস্ক ব্যবহার নিশ্চিত করতে প্রতিদিন পরিচালিত হচ্ছে মোবাইল কোর্ট।

উপজেলা নির্বাহী অফিসারের নির্দেশে ইতোমধ্যে সকল দোকান ও সরকারি দপ্তরে “মাস্ক নাই তো বাজার নাই, কোন সরকারি সেবা নাই” নোটিশ টাঙিয়ে দেয়া হয়েছে ।

সোমবার প্রতিদিনের ন্যায় নির্বাহী ম্যাজিষ্ট্রেট ও উপজেলা

নির্বাহী অফিসার রাজিবুল ইসলাম খান কুমারখালী উপজেলা পরিষদ কমপ্লেক্সের অভ্যন্তরে, বাজারের বিভিন্ন দোকানে এবং সড়কে মাস্ক ব্যবহার না করায় সংক্রামক রোগ নিয়ন্ত্রণ প্রতিরোধ ও নির্মূল আইন ২০১৮ অনুযায়ী ১৭টি মামলায় ১৭ জনকে ৭ হাজার টাকা জরিমানা করেন।

এ সময় কুমারখালী থানা পুলিশ, পেশকার এবং অফিসের স্টাফ মোবাইল কোর্টকে সহোযোগিতা করেন।

কুমারখালিতে মোটরসাইকেলের ধাক্কায় বৃদ্ধ নিহত

কুষ্টিয়ার কুমারখালিতে রাস্তা পার হওয়ার সময় মোটরসাইকেলের ধাক্কায় হাফিজুর রহমান (৫৫) নামে এক বৃদ্ধ নিহত হয়েছে।

সোমবার বিকেলে কুষ্টিয়া-রাজবাড়ী সড়কের দবিরমোল্লার গেটে এ ঘটনা ঘটে।

নিহত হাফিজুর রহমান কুমারখালী উপজেলার দবিরমোল্লার গেট এলাকার মৃত দবির উদ্দিন মোল্লার ছেলে।

কুমারখালি থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মজিবর রহমান জানান, সোমবার বিকেলে দবির মোল্লা রেলগেটে রাস্তা পার হওয়ার সময় একটি দ্রুতগামী মোটরসাইকেলের ধাক্কায় রাস্তায় ছিটকে পড়ে।

পরে স্থানীয়রা তাকে উদ্ধার করে কুষ্টিয়া জেনারেল হাসপাতালে ভর্তি করলে সন্ধ্যার দিকে তার মৃত্যু হয়।

খোকসায় ছাত্রীকে অপহরণের দায়ে মাদ্রাসা শিক্ষক গ্রেপ্তার

কুষ্টিয়ার খোকসায় নাবালিকা ছাত্রীকে নিয়ে পলাতক এক শিক্ষককে অপহরণ মামলায় গ্রেপ্তার করেছে পুলিশ।

গ্রেপ্তারকৃত সেই শিক্ষক সাইদুল ইসলামের (৩৫) বিরুদ্ধে অপহরণ মামলা করেছিলেন ছাত্রীর বাবা। রবিবার (৩০ আগস্ট) দিবাগত রাতে ওই শিক্ষকের বাড়ি থেকে গ্রেপ্তার করে পুলিশ।

খোকসা থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মজিবুর রহমান জানান, কুষ্টিয়ার খোকসার শোমসপুর ইউনিয়নের সাতপাখিয়া গ্রামের এক ছাত্রীকে আরবি পড়াতেন শিক্ষক সাইদুল ইসলাম। গত ১২ আগস্ট প্রেমের ফাঁদে ফেলে ওই ছাত্রীকে নিয়ে পালিয়ে যায় দুই সন্তানের জনক শিক্ষক সাইদুল।

এ ঘটনায় ওই ছাত্রীর বাবা খোকসা থানায় অভিযোগ করেন। অবশেষে সেই মামলার জেরে খোকসা থানা পুলিশ অভিযুক্ত শিক্ষকের বাড়ি থেকে অপহৃত ছাত্রীকে উদ্ধার করা হয়।

উদ্ধার হওয়া ছাত্রীকে শারীরিক পরীক্ষার জন্য সোমবার (৩১ আগস্ট) সকালে কুষ্টিয়া জেনারেল হাসপাতালে পাঠানো হয়েছে।

দৌলতপুরে হুমকির মুখে নদী রক্ষা বাঁধসহ কয়েক হাজার পরিবার

কুষ্টিয়ার দৌলতপুরে পদ্মা নদী থেকে অবৈধভাবে বালি উত্তোলনের মহা উৎসব চলছে। স্থানীয় একটি প্রভাবশালী মহল প্রতিদিন অবৈধভাবে বালি উত্তোলনের কাজ চালিয়ে যাচ্ছে। অপরিকল্পিতভাবে এই বালি উত্তোলনের ফলে হুমকির মুখে পড়েছে রায়টা-মহিষকুন্ডি বন্যা

নিয়ন্ত্রণ বাঁধ ও ফিলিপনগর নদী রক্ষা ব্লক এবং বেশ কয়েকটি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানসহ হাজার হাজার মানুষের বসত বাড়ি। এলাকাবাসীর পক্ষ থেকে বালি উত্তোলন বন্ধে একাধিকবার স্থানীয় প্রশাসনকে অনুরোধ করা হলেও বালি উত্তোলন বন্ধে প্রশাসন কোন উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়নি। ফলে বালি ব্যবসায়ীরা দিন দিন বেপরোয়া হয়ে উঠেছেন।

এলাকাবাসীর অভিযোগ, উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তাকে ‘ম্যানেজ’ করেই স্থানীয় প্রভাবশালীরা অবৈধ এ বালি উত্তোলন ব্যবসা চালিয়ে আসছেন। বালি উত্তোলন বন্ধে কোন পদক্ষেপ গ্রহণ না করায় ফিলিপনগর আওয়ামী লীগের পক্ষ থেকে মানববন্ধন ও সংবাদ সম্বেলন করে দৌলতপুরের ইউএনও শারমিন আক্তারের অপসারন ও অবিলম্বে বালি উত্তোলন বন্ধের দাবী করেছেন।

স্থানীয়রা জানান, ফিলিপনগর এলাকার মামুন, রাজিব, নজু, বাদশাসহ বেশ কয়েকজন স্থানীয় প্রভাবশালী লোকজন ফিলিপনগর নদী রক্ষা বাঁধের নিচে পদ্মা নদী থেকে প্রতিদিন ট্রলি ট্রলি বালি অবৈধভাবে উত্তোলন করে চলেছে। এ বিষয়ে একাধিকবার প্রশাসনকে অবহিত করা হলে তারা কোন পদক্ষেপ গ্রহণ করছেন না। ফলে ওই প্রভাবশালী মহল পদ্মা নদী থেকে অবৈধভাবে বালি উত্তোলনের কাজ অব্যাহত রেখেছে।

অবিলম্বে এই ধরনের অবৈধ বালি উত্তোলন বন্ধ না হলে মহিষকুন্ডি-রায়টা নদী রক্ষা বাধসহ ফিলিপনগর নদী রক্ষা ব্লক, ফিলিপনগর মাধ্যমিক বিদ্যালয়, ফিলিপনগর সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়, ইসলামপুর মাধ্যমিক বিদ্যালয়, ইসলামপুর সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়, পিএসএস মাধ্যমিক বিদ্যালয়, ফিলিপনগর ইউনিয়ন পরিষদ কমপ্লেক্সসহ কয়েক গ্রামের হাজার হাজার মানুষের বাড়িঘর নদী ভাঙ্গনে বিলীন হওয়ার আশংকা রয়েছে। এলাকাবাসীর বিরোধীতা সত্তেও অদৃশ্য শক্তির প্রভাব খাটিয়ে বালি ব্যবসায়ীরা কিভাবে এই বালি ব্যবসা করে আসছেন তা নিয়ে স্থানীয় প্রশাসনের দিকে অভিযোগ ছুড়ে দেন তারা।

এলাকাবাসীর অভিযোগ, প্রশাসন কমিশন নেয়ার কারণে কোন পদক্ষেপ গ্রহণ করছেন না। সরেজমিন নদী ঘুরে বালি উত্তোলনের সত্যতাও পাওয়া গেছে। পদ্মা নদী থেকে প্রতিদিন নির্বিগ্নে বালি উত্তোলন করার ঘটনা দেখা গেছে। নদী থেকে বালি উত্তোলন করে নদীর পাড়ের স্তুপ করে রাখার চিত্র দেখা গেছে।

উপজেলা মুক্তিযোদ্ধা কমান্ডের ভারপ্রাপ্ত কমান্ডার ফিলিপনগর গ্রামের বাসিন্দা হায়দার আলী বলেন, স্থানীয় কিছু ব্যাক্তি দীর্ঘ

দিন ধরে এই বালি উত্তোলনের কারবার চালিয়ে আসছেন। বারবার প্রশাসনকে অনুরোধ করা হলেও অদৃশ্য কারণে কোন পদক্ষেপ গ্রহন করেননি।

অভিযোগের বিষয়ে বালি ব্যবসায়ী মামুন বলেন, রাজিব, নজু, বাদশা মিলে একসাথে বালির ব্যবসা করছেন। তারা বৈধ ভাবে বালি উত্তোলন করছেন। রাজশাহী-কুষ্টিয়ার মাঝ দিয়ে যে পদ্মা প্রবাহিত সেখানে বালি উত্তোলন করার জন্য সরকারের কাছ থেকে লিজ নেয়া হয়েছে। সে মোতবেক তারা পদ্মার রাজশাহী অংশের ভিতর থেকে বালি উত্তোলন করছেন।

দৌলতপুর উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা (ইউএনও) শারমিন আক্তার বলেন, করোনায় আক্রান্ত হওয়ায় প্রায় এক মাসের অধিক সময় দায়িত্ব পালন থেকে বিরত ছিলাম। এ সময় দায়িত্ব পালন করেছেন এসিল্যান্ড।

বালি উত্তোলনের বিষয়ে কোন পদক্ষেপ গ্রহণ না করার অভিযোগের বিষয়ে তিনি বলেন, সম্প্রতি দুইবার এসিল্যান্ডের নেতৃত্বে নদীতে ভ্রাম্যমাণ অভিযান চালানো হয়েছে। স্থানীয়দের অসহযোগিতার কারণে অভিযানের খবর পেয়ে বালি উত্তোলনকারীরা নদী থেকে পালিয়ে যাওয়ায় তাদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেয়া যায়নি।

কুষ্টিয়ায় পরিত্যক্ত অবস্থায় ৩৫০ কেজি ইলিশ উদ্ধার

কুষ্টিয়ার দৌলতপুর সীমান্ত থেকে পরিত্যক্ত অবস্থায় ৩৫০ কেজি ইলিশ মাছ উদ্ধার করেছে বর্ডার গার্ড বাংলাদেশ (বিজিবি)।

রোববার (৩০ আগস্ট) ভোর সাড়ে ৪টার দিকে আতারপাড়া চর নামক স্থানে অভিযান চালিয়ে মালিকবিহীন অবস্থায় ইলিশ মাছ জব্দ করা হয়।

বিজিবি কুষ্টিয়া-৪৭ ব্যাটালিয়নের ভারপ্রাপ্ত অতিরিক্ত পরিচালক আবু বিনসংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে এ তথ্য জানিয়েছেন।

এতে বলা হয়, রবিবার ভোর সাড়ে ৪টার দিকে কুষ্টিয়ার দৌলতপুর

উপজেলাধীন কুষ্টিয়া (৪৭ বিজিবি) ব্যাটালিয়নের অধীনস্থ উদয়নগর বিওপির টহল কমান্ডার নায়েব সুবেদার আরফান আলীর নেতৃত্বে আতারপাড়া চরে অভিযান পরিচালনা করা হয়। এসময় মালিকবিহীন অবস্থায় ৩৫০ কেজি ইলিশ মাছ জব্দ করে বিজিবি সদস্যরা।

মাছগুলো স্থানীয় ইউপি চেয়ারম্যানের উপস্থিতিতে সীমান্ত এলাকার গরিব, অসহায় ও দুস্থ পরিবারের মাঝে বিতরণ করা হয়।